গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
জরুরি সাড়াদান কেন্দ্র (ইওসি)
www.ddm.gov.bd
৯২-৯৩ মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২

স্মারক নম্বর: ৫১.০১.০০০০.০২৭.১৫.০০১.১৮.২০০ তারিখ: ২৭ আষাঢ় ১৪২৭

১১ জুলাই ২০২০

বিষয়: **দুর্যোগ সংক্রান্ত দৈনিক প্রতিবেদন।**

**সতর্কবার্তাঃ**

সক্রিয় মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে উত্তর বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকা এবং সমুদ্র বন্দরসমূহের উপর দিয়ে ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে।

চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, মংলা ও পায়রা সমুদ্র বন্দরসমূহকে ০৩ (তিন) নম্বর পুনঃ ০৩ (তিন) নম্বর স্থানীয় সতর্ক সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে।

উত্তর বঙ্গোপসাগরে অবস্থানরত মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারসমূহকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত উপকূলের কাছাকাছি এসে সাবধানে চলাচল করতে বলা হয়েছে।

**আজ ১১.০৭.২০২০ ইং তারিখ সকাল ৯:০০টা থেকে সন্ধ্যা ৬ টা পর্যন্ত দেশের অভ্যন্তরীণ নদীবন্দর সমূহের জন্য আবহাওয়ার পূর্বাভাস:**

রংপুর, রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, ঢাকা, ফরিদপুর, মাদারীপুর, কুষ্টিয়া, যশোর, খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালী, কুমিল্লা নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার এবং সিলেট অঞ্চলসমূহের উপর দিয়ে দক্ষিণ/দক্ষিণপূর্ব দিক থেকে ঘন্টায় ৪৫-৬০ কি.মি. বেগে বৃষ্টি/বজ্রবৃষ্টিসহ অস্থায়ীভাবে দমকা/ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। এসব এলাকার নদীবন্দর সমূহকে ১ নম্বর সর্তকতা সংকেত (পুনঃ) ১ নম্বর সর্তকতা সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে।

**আজ সকাল ০৯ টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘন্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাসঃ**

**সিনপটিক অবস্থাঃ** মৌসুমী বায়ুর অক্ষ পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তর প্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল হয়ে আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। এর একটি বর্ধিতাংশ উত্তর বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। মৌসুমী বায়ু বাংলাদেশের উপর সক্রিয় এবং উত্তর বঙ্গোপসাগরে প্রবল অবস্থায় বিরাজ করছে।

**পূর্বাভাসঃ** রাজশাহী, রংপুর, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অধিকাংশ জায়গায় এবং ঢাকা, খুলনা ও বরিশাল বিভাগের অনেক জায়গায় অস্থায়ীভাবে ঝড়ো/দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারী ধরনের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সাথে দেশের কোথাও কোথাও মাঝারী ধরনের ভারী থেকে অতি ভারী বর্ষণ হতে পারে।

তাপমাত্রা: সারাদেশে দিনের তাপমাত্রা (১-২)ডিগ্রী সে. হ্রাস পেতে পারে এবং রাতের তাপমাত্রা সামান্য হ্রাস পেতে পারে।

**পরবর্তী ৭২ ঘন্টার আবহাওয়ার অবস্থা (৩ দিন):** বৃষ্টিপাতের প্রবণতা অব্যাহত থাকতে পারে।

**গতকালের সর্বোচ্চ ও আজকের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেলসিয়াস):**

| বিভাগের নাম | ঢাকা | ময়মনসিংহ | চট্টগ্রাম | সিলেট | রাজশাহী | রংপুর | খুলনা | বরিশাল |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ তাপমাত্রা | ৩৪.৫ | ৩২.৫ | ৩২.৪ | ৩১.৮ | ৩৪.৮ | ৩৩.০ | ৩৬.০ | ৩৩.০ |
| সর্বনিম্ন তাপমাত্রা | ২৩.০ | ২৪.৯ | ২৪.০ | ২৪.০ | ২৫.২ | ২৫.২ | ২৫.০ | ২৬.১ |

গতকাল সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল যশোর ৩৬.০° এবং আজকের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নিকলি ২৩.০° সেঃ।

## বন্যা সংক্রান্ত তথ্যঃ

বাংলাদেশ একটি নদীমাতৃক দেশ হওয়ায় গত কয়েকদিন যাবৎ অতিবৃষ্টিজনিত উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ী ঢলের কারণে সৃষ্ট বন্যা পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। এতে দেশের শাখা-প্রশাখাসহ ছোট-বড় মিলিয়ে প্রায় ৮০০ নদ-নদী বিপুল জলরাশি নিয়ে ২৪,১৪০ বর্গ কিলোমিটার জায়গা দখল করে দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। প্রতি বছরই বর্ষা মৌসুমে প্রবল বৃষ্টিপাত এবং পার্শ্ববর্তী দেশসমূহ হতে প্রবাহিত পানি বৃদ্ধি পেয়ে বিভিন্ন নদ-নদী পানিতে ভরপুর হয়ে নদীর তীর, বাঁধসমূহে ভাঙ্গন দেখা দেয় এবং মানুষ, ঘরবাড়ী, গবাদি পশুসহ আরো অনেক ক্ষতি সাধিত হয়।

**এক নজরে নদ-নদীর পরিস্থিতি**

- ব্রহ্মপুত্র-যমুনা, গঙ্গা এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আপার মেঘনা অববাহিকার প্রধান নদ-নদীসমূহের পানি সমতল বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা আগামী ৭২ ঘণ্টা পর্যন্ত অব্যাহত থাকতে পারে। পদ্মা নদীর পানি সমতল স্থিতিশীল আছে, যা আগামী ২৪ ঘন্টায় বৃদ্ধি পেতে পারে।
- আগামী ২৪ ঘন্টায় ব্রহ্মপুত্র নদ নুনখাওয়া ও চিলমারী পয়েন্টে, যমুনা নদী বাহাদুরাবাদ, সারিয়াকান্দি ও কাজিপুর পয়েন্টে বিপদসীমা অতিক্রম করতে পারে।
- আগামী ২৪ ঘন্টায় তিস্তা নদীর পানি সমতল বৃদ্ধি পাতে পারে এবং বিপদসীমার উপরে অবস্থান করতে পারে, অপরদিকে ধরলা নদীর পানি সমতল বৃদ্ধি পেয়ে বিপদসীমা অতিক্রম করতে পারে।
- আগামী ২৪ ঘন্টায় আপার মেঘনা অববাহিকার সুরমা নদী সিলেট পয়েন্টে, পুরাতন সুরমা নদী দেরাই পয়েন্টে এবং সমেশ্বরী নদী দুর্গাপুর ও কলমাকান্দা পয়েন্টে বিপদসীমা অতিক্রম করতে পারে।
- আগামী ২৪ ঘণ্টায় নীলফামারী, লালমনিরহাট, রংপুর, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, জামালপুর, নাটোর, সিলেট, সুনামগঞ্জ এবং নেত্রকোনা জেলার নিম্নাঞ্চলে বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হতে পারে।

**বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত স্টেশন (২৭ আষাঢ় ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/১১ জুলাই ২০২০ খৃঃ সকাল ৯.০০ টার তথ্য অনুযায়ী):**

| ক্রঃ নং | জেলার নাম | পানি সমতল স্টেশন | নদীর নাম | আজকের পানি সমতল (মিটার) | বিগত ২৪ ঘন্টায় বৃদ্ধি(+)/হ্রাস(-) (সে.মি.) | বিপদসীমা (মিটার) | বিপদসীমার উপরে (সে.মি.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১। | নীলফামারী | ডালিয়া | তিস্তা | ৫২.৮০ | +৩০ | ৫২.৬০ | +২০ |
| ২। | গাইবান্ধা | ফুলছড়ি | যমুনা | ১৯.৮৬ | +১৫ | ১৯.৮২ | +৪ |
| ৩। | নাটোর | সিংড়া | গুড় | ১২.৮২ | +৪ | ১২.৬৫ | +১৭ |
| ৪। | বগুড়া | সারিঘাট | সারিগোয়াইন | ১২.৩৮ | +৩৬ | ১২.৩৫ | +৩ |
| ৫। | সিলেট | কানাইঘাট | সুরমা | ১৩.৪৬ | +৫৩ | ১২.৭৫ | +৭১ |
| ৬। | সুনামগঞ্জ | সুনামগঞ্জ | সুরমা | ৮.৩৪ | +৩৭ | ৭.৮০ | +৫৪ |
| ৭। | সুনামগঞ্জ | লরেরগড় | যদুকাটা | ৯.৩০ | +১০২ | ৮.০৫ | +১২৫ |

**বারিপাত তথ্য**

গত ২৪ ঘন্টায় বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাত (গত কাল সকাল ০৯:০০ টা থেকে আজ সকাল ০৯:০০ টা পর্যন্ত) :

| স্টেশন | বারিপাত (মি.মি.) | স্টেশন | বারিপাত (মি.মি.) | স্টেশন | বারিপাত (মি.মি.) |
|---|---|---|---|---|---|
| লরেরগড় | ২৫২.০ | মহেশখোলা | ২২৩.০ | দুর্গাপুর | ১৮২.০ |
| সুনামগঞ্জ | ১৩৩.০ | ময়মনসিংহ | ১৩০.০ | ছাতক | ১১০.০ |
| লালাখাল | ১০৪.০ | জারিয়াজাঞ্জাইল | ১০৩.০ | নকুয়াগাঁও | ৯২.০ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| কানাইঘাট | ৮২.০ | ভৈরববাজার | ৮০.০ | চিলমারী | ৫২.০ |

গত ২৪ ঘন্টায় ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের সিকিম, আসাম, মেঘালয় ও ত্রিপুরা অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (বৃষ্টিপাত: মি.মি.):

| স্টেশন | বারিপাত (মি.মি.) | স্টেশন | বারিপাত (মি.মি.) |
|---|---|---|---|
| চেরাপুঞ্জি | ৫২৩.০ | জলপাইগুড়ি | ৯৩.০ |
| শিলং | ১৪৮.০ | তেজপুর | ৫৪.০ |

**নদ-নদীর অবস্থা (আজ সকাল ০৯:০০ টা পর্যন্ত)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| পর্যবেক্ষণাধীন পানি সমতল স্টেশন | ১০১ | গেজ পাঠ পাওয়া যায়নি | ০০ |
| বৃদ্ধি | ৬৬ | | |
| হ্রাস | ৩৩ | **বিপদসীমার উপরে** | ০৭ |
| অপরিবর্তিত | ০২ | | |

**বর্তমানে বন্যা পরিস্থিতিঃ**

গত ২৭/০৬/২০২০খ্রিঃ তারিখ হতে অতিবৃষ্টি ও নদ-নদীর পানি বৃদ্ধির ফলে দেশের কয়েকটি জেলায় বন্যা পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে। লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, নীলফামারী, রংপুর, সিলেট, সুনামগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, জামালপুর, টাংগাইল, রাজবাড়ী, মানিকগঞ্জ, মাদারীপুর ও ফরিদপুর জেলায় নদ-নদীর পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল। আজ (১১/০৭/২০২০খ্রিঃ তারিখ) নীলফামারী, গাইবান্ধা, নাটোর, বগুড়া, সিলেট ও সুনামগঞ্জ এই ৬ টি জেলার ৭টি পয়েন্টে নদ-নদীর পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

**বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের জুলাই ২০২০ এর দীর্ঘ মেয়াদী আবহাওয়ার পূর্বাভাসঃ**

- জুলাই, ২০২০ মাসে বঙ্গোপসাগরে ১-২টি বর্ষাকালীন লঘুচাপ সৃষ্টি হতে পারে যার মধ্যে ১ (এক) টি বর্ষাকালীন নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে।
- জুলাই, ২০২০ মাসে বাংলাদেশে সার্বিকভাবে স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত হতে পারে।
- জুলাই, ২০২০ মাসে মৌসুমী ভারী বৃষ্টিপাতজনিত কারণে দেশের উত্তরাঞ্চল, উত্তর-মধ্যাঞ্চল এবং মধ্যাঞ্চলের কতিপয় স্থানে মধ্যমেয়াদী বন্যা পরিস্থিতি বিরাজ করতে পারে।
- অপরদিকে দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চল, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল এবং দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের কতিপয় স্থানে স্বল্পমেয়াদী বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে।

**বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের ১১ জুলাই ২০২০ এর আবহাওয়ার পূর্বাভাসঃ**

- মৌসুমী বায়ুর অক্ষ পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তর প্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল হয়ে আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। এর একটি বর্ধিতাংশ উত্তর বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। মৌসুমী বায়ু বাংলাদেশের উপর সক্রিয় এবং উত্তর বঙ্গোপসাগরে প্রবল অবস্থায় বিরাজ করছে।

- রাজশাহী, রংপুর, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অধিকাংশ জায়গায় এবং ঢাকা, খুলনা ও বরিশাল বিভাগের অনেক জায়গায় অস্থায়ীভাবে ঝড়ো/দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারী ধরনের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সাথে দেশের কোথাও কোথাও মাঝারী ধরনের ভারী থেকে অতি ভারী বর্ষণ হতে পারে।

**আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির সভাঃ**

গত ০৯/০৭/২০২০খ্রিঃ তারিখ বৃহস্পতিবার বেলা ১২.০০টায় বন্যার পূর্বাভাস অনুযায়ী পূর্ব প্রস্তুতি ও করণীয় বিষয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ এনামুর রহমান, এমপি মহোদয়ের সভাপতিত্বে তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে (জুম পদ্ধতিতে) আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার আলোচ্য বিষয় ছিল (ক)বন্যার পূর্বাভাস অনুযায়ী পূর্ব প্রস্তুতি ও করণীয়, (খ) ঘূর্ণিঝড় আম্পানের ক্ষয়ক্ষতি ও করনীয় এবং (গ) বিবিধ।

সভায় মন্ত্রিপরিষদ সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগের সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রিন্সিপাল ষ্টাফ অফিসার, কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগের সচিব, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্টের মহাসচিব, এফএফডব্লিউসি এবং বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের পরিচালকবৃন্দসহ কমিটির অন্যান্য সদস্যগণ জুম মিটিং এ সংযুক্ত হয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ মহসিন এর সঞ্চালনায় আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভা পরিচালিত হয়।

**জেলা প্রশাসন থেকে প্রাপ্ত তথ্যের সার-সংক্ষেপঃ**

অদ্য ১১ ই জুলাই, ২০২০ তারিখে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এবং বন্যা আক্রান্ত ১৫ টি জেলা প্রশাসন থেকে প্রাপ্ত তথ্যের সার-সংক্ষেপ নিম্নরূপঃ

- উপদ্রুত জেলার সংখ্যা- ১৫ টি (লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, নীলফামারী, রংপুর, সিলেট, সুনামগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, জামালপুর, টাংগাইল, রাজবাড়ী, মানিকগঞ্জ, মাদারীপুর ও ফরিদপুর)
- উপদ্রুত উপজেলার সংখ্যা- ৭২ টি
- উপদ্রুত ইউনিয়নের সংখ্যা- ৩৯৩ টি
- পানিবন্দি পরিবারের সংখ্যা- ২,৭৩,৪২০ টি
- ক্ষতিগ্রস্ত লোকসংখ্যা- ১৩,০৯,১৫০ জন
- ক্ষতিগ্রস্ত লোকের মধ্যে জি, আর (চাল) বিতরণ করা হয়েছে ২৭১১.১৫৫ মেট্রিক টন
- ক্ষতিগ্রস্থ লোকের মধ্যে নগদ ক্যাশ বিতরণ করা হয়েছে ১,৪১,৮৯,৭০০/- টাকা
- শিশুখাদ্য বাবদ ৬,০০,০০০/- টাকা
- গো-খাদ্য বাবদ ৬,০০,০০০/- টাকা
- শুকনা খাবার ১২,১২২ প্যাকেট
- ঢেউটিন- ৮০ বান্ডিল।
- বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ (যেমন-বন্যা, নদীভাংগন, পাহাড়ী ঢল, অতিবৃষ্টি, ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্প, অগ্নিকান্ড ইত্যাদি কারণে) ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে মানবিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে বরাদ্দ-

- **০৯/০৭/২০২০খ্রিঃ তারিখে** ২৬,০০০ (ছাব্বিশ হাজার) প্যাকেট শুকনা খাবার বরাদ্দ করা হয়েছে।
- **০৯/০৭/২০২০খ্রিঃ তারিখে** গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ ৮,০০,০০০/- (আট লক্ষ) টাকা এবং শিশুখাদ্য ক্রয় বাবদ ৮,০০,০০০/- (আট লক্ষ) টাকা এবং শুকনা ও অন্যান্য খাবার বাবদ ৮,০০০ (আট হাজার ) বস্তা/প্যাকেট বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে ।
- **০৬/০৭/২০২০খ্রিঃ তারিখে** ত্রাণ কার্য (চাল) ৪,০০০ (চার হাজার) মেঃটন চাল এবং ত্রাণ কার্য (নগদ) ১,০০,০০,০০০/- (এক কোটি) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে ০৬/০৭/২০২০খ্রিঃ তারিখে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ ১৬,০০,০০০/- (ষোল লক্ষ) টাকা এবং শিশুখাদ্য ক্রয় বাবদ ১৬,০০,০০০/- (ষোল লক্ষ) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে
- **০৫/০৭/২০২০খ্রিঃ তারিখে** গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ ২৪,০০,০০০/- (চব্বিশ লক্ষ) টাকা এবং শিশুখাদ্য ক্রয় বাবদ ২৪,০০,০০০/- (চব্বিশ লক্ষ) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে এবং
- **০৪/০৭/২০২০খ্রিঃ তারিখে** ত্রাণ কার্য (চাল) ১০,৯০০ (দশ হাজার নয়শত) মেঃটন চাল এবং ত্রাণ কার্য (নগদ) ১,৭৩,০০,০০০/- (এক কোটি তিয়াত্তর লক্ষ) টাকা, ২৪,০০০/- (চব্বিশ হাজার) বস্তা/প্যাকেট বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

- **বন্যা উপদ্রুত ১৫ টি জেলায় পর্যাপ্ত ত্রাণ সামগ্রী ও টাকা মজুদ আছে।**

- **অদ্য ১১ই জুলাই, ২০২০ তারিখে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এবং বন্যা আক্রান্ত ১৫ টি জেলা প্রশাসন থেকে প্রাপ্ত আশ্রয়কেন্দ্র সম্পর্কিত তথ্যের সার-সংক্ষেপ নিম্নরূপঃ**

- বন্যা কবলিত ১৫টি জেলায় মোট ৭৩৮ টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হয়েছে;
- উক্ত আশ্রয়কেন্দ্রে ৩৫৮২ জন পুরুষ আশ্রয় গ্রহণ করেছেন;
- মোট ৩২৮৩ জন মহিলা আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন;
- ২৪৩৩ জন শিশু আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন;
- ৮৩৫ টি গরু ও ২৩৮২ টি ছাগল/ভেড়া আশ্রয়কেন্দ্রে আনা হয়েছে;
- বন্যা কবলিত জেলায় ৩৮৮ টি মেডিকেল টিম গঠন এবং ১৭৩ টি মেডিকেল টিম চালু করা হয়েছে।

**টেবিলঃ ১**
**দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এবং ১৫টি বন্যা কবলিত জেলা প্রশাসন সমূহ থেকে প্রাপ্ত আজকের (১১/০৭/২০২০খ্রিঃ তারিখ) বন্যা পরিস্থিতির বিবরণ নিম্নরূপঃ**

| ক্র.নং | জেলার নাম | উপদ্রুত উপজেলার নাম | উপদ্রুত ইউনিয়ন সংখ্যা | পানিবন্দি পরিবার সংখ্যা | ক্ষতিগ্রস্ত লোক সংখ্যা | বিতরণকৃত ত্রাণের পরিমান | বর্তমান মজুদ | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | লালমনিরহাট | কালীগঞ্জ, হাতীবান্ধা, লালমনিরহাট সদর, আদিতমারী | ১৪ | ১৭,০৫০ | ৭৬,৭২৫ | জিআর চাল- ১২৩.৪৮০ মেঃ টন, জিআর ক্যাশ- ১৫,২৫,৭০০/- | জিআর চাল- ৩৫০.০০০ মে: টন, জিআর ক্যাশ- ৭,৫০,০০০/-, শুকনা খাবার- ৪,০০০ প্যাকেট, গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ- ২,০০,০০০/, শিশুখাদ্য ক্রয় বাবদ- ২,০০,০০০/- | তিস্তা নদীর পানি ডালিয়া পয়েন্টে বিপদসীমার ২৮ সেঃ মিঃ উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে জেলার টি ইউনিয়নের চরাঞ্চল ও নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে। |
| ২ | কুড়িগ্রাম | ৯ টি উপজেলা | ৫৫ | ১৫,৬০০ | ৬২,৪০০ | জিআর চাল-৩১২.০০০ মে: টন, জিআর ক্যাশ-৩৬,৫০,০০০/- | জিআর চাল- ৩৯০.০০০ মে: টন, জিআর ক্যাশ- ৮,০০,০০০/-, শুকনা খাবার- ৪,০০০ প্যাকেট, গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ- ২,০০,০০০/-, শিশুখাদ্য ক্রয় বাবদ- ২,০০,০০০/- | অদ্য সকাল ৬.০০ টায় ব্রহ্ম নদীর পানি চিলমারী পয়েন্ট ০.১৮ মিটার, ধরলা নদীর বিপদ সীমার ০.১০ মিটার, দুধকুমর নদী পানি ০.২৬ মিটার, এবং নদীর পানি ০.০২ মিটার নী দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। নদ-ন পানি বাড়তে শুরু করেছে। |
| ৩ | গাইবান্ধা | সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা সদর, সাঘাটা ও ফুলছড়ি | ২৬ | ৩০,৮৭৬ | ১,২২,৩২০ | জিআর চাল- ২২০.০০০ মে: টন, জিআর ক্যাশ- ১১,০০,০০০/-, শিশু খাদ্য বাবদ- ২,০০,০০০/-, ঢেউটিন- ৮০ বান্ডিল, গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ- ২,০০,০০০/-, শুকনা খাবার- ১,৮০০ প্যাকেট | জিআর চাল- ৩৩০.০০০ মে: টন, জিআর ক্যাশ- ৭,৫০,০০০/- টাকা, শুকনা খাবার- ২২০০ প্যাকেট, শিশুখাদ্য ক্রয় বাবদ- ২,০০,০০০/- | ব্রহ্মপুত্র-ফুলছড়ি ০২ সে. মিটার, ঘাঘট-গাইবান্ধা সে. মিটার, করতোয়া-কাট বিপদ সীমার ৫২ সে. মি. দিয়ে ও তিস্তা-সুন্দরগঞ্জ বিপদসীমা দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। **চাহিদা:** ২,০০০ বান্ডিল ঢেউটিন, গৃহ নির্মাণ মঞ্জুরী বাবদ ৬০,০০,০০০/- টাকা |
| ৪ | নীলফামারী | ডিমলা, কিশোরগঞ্জ | ১০ | - | ১৪,৯৮০ | জিআর চাল- ১১৩.৬৭৫ মে: টন জিআর ক্যাশ- ৩,০০,০০০/- শুকনা খাবার- ৫২২ প্যাকেট | জিআর চাল- ২৯০.০০০ মে: টন, জিআর ক্যাশ- ৬,৫০,০০০/-, শুকনা খাবার- ৩,৫০০ প্যাকেট, গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ- ২,০০,০০০/-, শিশুখাদ্য ক্রয় বাবদ- ২,০০,০০০/- | বর্তমানে বন্যা নাই। তিস্তা ডালিয়া পয়েন্টে পানি বিপদসীমার ২০ সে.মি. নী দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। |
| ৫ | রংপুর | গংগাচড়া, কাউনিয়া, পীরগাছা, | ০৬ | - | - | জিআর চাল- ২৩০.০০০ মে: টন, জিআর ক্যাশ- ১০,৫০,০০০/- | জিআর চাল- ৪০০.০০০ মে: টন, জিআর ক্যাশ- ৮,০০,০০০/-, শুকনা খাবার- ৪,০০০ প্যাকেট, গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ- ২,০০,০০০/-, শিশুখাদ্য ক্রয় বাবদ- ২,০০,০০০/- | অদ্য সকাল ০৯ টায় তিস্তা নদীর পানি ডালিয়া পয়েন্টে বিপদসীমার ২০ সে.মি. উ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। |
| ৬ | সুনামগঞ্জ | সুনামগঞ্জ জেলার সকল উপজেলা | ৮১ | ৫৯৩ | ৭৫,০০০ | জিআর চাল- ৫১০.০০০ মেঃ টন, জিআর ক্যাশ- ৩৯,৭০,০০০/- | জিআর চাল- ৪০০.০০০ মে: টন, জিআর ক্যাশ- ৮,০০,০০০/-, শুকনা খাবার- ৪,০০০ প্যাকেট, গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ- ২,০০,০০০/-, শিশুখাদ্য ক্রয় বাবদ- ২,০০,০০০/- | সুরমা নদীর পানি বিপদসী ৫৪ সে. মি. উপর দিয়ে প্রব হচ্ছে। **চাহিদা:** ৫০০ বান্ডিল ঢেউটিন, ৮,০০০ প্যাকেট শু খাবার, জিআর চাল ৩০০ মে. টন। |
| ৭ | সিরাজগঞ্জ | সিরাজগঞ্জ সদর, কাজিপুর, বেলকুচি, শাহজাদপুর, চৌহালী, | ৫১ | ৩৪,৬৪৪ | ১,৫৯,১৫৩ | জিআর চাল- ২৬৭.০০০ মে:টন, জিআর ক্যাশ- ২,৪৪,০০০/-, শুকনা খাবার- ১,৮০০ প্যাকেট, | জিআর চাল- ২৫৮.০০০ মে: টন, জিআর ক্যাশ- ৫,৫৬,০০০/-, শুকনা খাবার- ২২০০ প্যাকেট, গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ- ২,০০,০০০/-, শিশুখাদ্য ক্রয় বাবদ- ২,০০,০০০/- | সিরাজগঞ্জ হার্ড পয়েন্টে যমু নদীর পানি বিপদ সীমার- ০.১৯ মিটার নীচ দিয়ে এব কাজিপুর পয়েন্টে যমুনা নদী পানি বিপদ সীমার ০.১৯ সে. মিটার উপর দি পানি প্রবাহিত হচ্ছে । **চাহিদা:** জিআর চাল- ১০০০.০০০ মে: টন, জিআর ক্যাশ- ২০,০০,০০০/-, গো- ক্রয় বাবদ- ১৫,০০,০০০/-, শিশুখাদ্য ক্রয় বাবদ ১৫,০০,০০০/-টাকা। |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ৮ | বগুড়া | ধুনট, সারিয়াকান্দি, সোনাতলা | ১৫ | ১৯,০৭২ | ৭৭,৬২০ | জিআর চাল- ২৬০.০০০ মে:টন, জিআর ক্যাশ- ৮,০০,০০০/-, শুকনা খাবার- ২,০০০ প্যাকেট, গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ-২,০০,০০০/-শিশুখাদ্য ক্রয় বাবদ-২,০০,০০০/- | জিআর চাল- ২০০.০০০ মে: টন, জিআর ক্যাশ- ৫,০০,০০০/-, শুকনা খাবার ২,০০০ প্যাকেট | যমুনা নদীর পানি গেজ স্টে মাথুরা পয়েন্টে বিপদসীমার ১৭ সে. মিটার নীচে ও বাঙ নদীর পানি বিপদসীমার ৩ সে. মিটার নীচ দিয়ে প্রবাহি হচ্ছে। **চাহিদা:** জিআর চাল-৫০০.০০০ মে: টন, জি ক্যাশ-১০,০০,০০০/- এবং শুকনা খাবার- ১০,০০০প্যা । |
| ৯ | জামালপুর | দেওয়ানগঞ্জ, ইসলামপুর, জামালপুর, মেলান্দহ, মাদারগঞ্জ, সরিষাবাড়ী ও বকশীগঞ্জ | ৪৯ | ৯৩,২২৫ | ৩,৯৮,৬২৩ জন | জিআর চাল- ৩১০.০০০ মে:টন, জিআর ক্যাশ- ১০,৫০,০০০/-, শুকনা খাবার- ২,০০০ প্যাকেট, শিশুখাদ্য ক্রয় বাবদ-২,০০,০০০/-, গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ- ২,০০,০০০/- | জিআর চাল- ১০০.০০০ মে: টন, জিআর ক্যাশ- ২,০০,০০০/-, শুকনা খাবার ২০০০ প্যাকেট | যমুনা নদীর পানি বর্তমানে বিপদসীমার ১০ সে. মিটার দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। |
| ১০ | সিলেট | কোম্পানীগঞ্জ, গোয়াইনঘাট, জৈন্তাপুর, কানাইঘাট, সিলেট সদর | ২৭ | ২০,৭৬৮ | ১,০৫,৫৩০ | জিআর চাল-১০০.০০০ মে:টন, জিআর ক্যাশ- ৫,০০,০০০/- | জিআর চাল- ৪০০.০০০ মে: টন জিআর ক্যাশ- ৮,০০,০০০/-, গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ- ২,০০,০০০/-, শিশুখাদ্য ক্রয় বাবদ- ২,০০,০০০/-, শুকনা খাবার- ৪,০০০ প্যাকেট | সুরমা নদীর পানি কানাইঘা পয়েন্টে বিপদসীমার ৭১ সে. মি. ও সারি নদীর পানি সে. মি. উপর দিয়ে প্রবাহি হচ্ছে। সিলেট জেলার সকল নদীর পানি দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়া সার্বিক পরিস্থিতি অবনতি হ |
| ১১ | টাঙ্গাইল | গোপালপুর, ভূঞাপুর, কালিহাতি, টাঙ্গাইল সদর, নাগরপুর, দেলদুয়ার | ২৪ | ২১,১৭৮ | ১,৩২,৩৯৯ | শুকনা খাবার- ২,০০০ প্যাকেট | জিআর চাল- ৪০০.০০০ মে: টন, জিআর ক্যাশ- ৮,০০,০০০/-, গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ- ২,০০,০০০/-, শিশুখাদ্য ক্রয় বাবদ- ২,০০,০০০/- শুকনা খাবার ২০০০ প্যাকেট। | যমুনা নদীর পানি ভুঞাপুর সুইচগেট পয়েন্টে ১.৪৫ মিটার, কালিহাটি পয়েন্টে মি. নিচ দিয়ে ও ধলেশ্বরী ন পানি এলাশিনঘাট পয়েন্টে মি. উপর দিয়ে প্রবাহিত হ **চাহিদা:** জিআর চাল-২০০.০০০মে:টন, জি ক্যাশ- ৫,০০,০০০/- |
| ১২ | রাজবাড়ী | - | - | - | - | জিআর চাল- ৫৫.০০০ মে: টন | জিআর চাল- ৯৫.০০০ মে: টন, জিআর ক্যাশ-২,৫০,০০০/-, গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ- ২,০০,০০০/-, শিশুখাদ্য ক্রয় বাবদ- ২,০০,০০০/-, শুকনা খাবার- ২০০০ প্যাকেট | বন্যা পরিস্থিতির উদ্ভব হয়নি এবং কোনো এলাকা প্লাবিত হয়নি। দৌলতদিয়া গেজ ষ্টে পয়েন্টে পদ্মা নদীর পানি বিপদসীমার ০.১৩ মিটার উ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। নদী ভাঙ্গনে রাজবাড়ী জেলার উ দিয়ে প্রবাহিত পদ্মা নদী ৭.২ কি. মি. অংশ ও ০.০৩০ কি. মি. বাঁধ এবং গড়াই না ১.৪৫৮ কি. মি. ও ০.৩০০ কি. মি. বাঁধ ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ভাংগনে ২৭ টি ঘরবাড়ি এব বোনা আউশ ১১.০০ হেক্টর, চিনাবাদাম ৬ হেক্টর, পাট ৪.০১ হেক্টর, ভি ৩.৩০ হেক্টর, এবং ৬.২০ হেক্টর জমির গ্রীষ্মকালীন শাকসবজি সবজি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। |
| ১৩ | মাদারীপুর | শিবচর | ০৯ | ২,৪০০ ও নদী ভাঙ্গনে ১৭০ টি | ১২,৮৫০ | জিআর চাল- ৮০.০০০ মে: টন শুকনা খাবার- ২০০০ প্যাকেট | জিআর চাল- ২২০.০০০ মে: টন, জিআর ক্যাশ- ৭,০০,০০০/-, গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ- ২,০০,০০০/-, শিশুখাদ্য ক্রয় বাবদ- ২,০০,০০০/- শুকনা খাবার ২,০০০ প্যাকেট। | পদ্মা নদীর পানি মাওয়া প ৯১ সে. মিটার ও আড়িয়াল নদীর পানি ৮৫ সে. মি. নী দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। |
| ১৪ | মানিকগঞ্জ | হরিরামপুর, দৌলতপুর, সাটুরিয়া, মানিকগঞ্জ সদর, শিবালয়, ঘিওর, সিংগাইর | ১৫ | ৩৩৪ | ১,৬৭০ | জিআর চাল-১৩০.০০০ মে: টন | জিআর চাল- ২০.০০০ মে: টন, জিআর ক্যাশ- ২৫০০০০/-, গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ- ২,০০,০০০/-, শিশুখাদ্য ক্রয় বাবদ- ২,০০,০০০/-, শুকনা খাবার- ২০০০ প্যাকেট | যমুনা নদীর পানি আরিচা ঘ বিপদসীমার ০.৬০ মি. নীচ দিয়ে প্রাবাহিত হচ্ছে। কালী নদীর পানি তরা পয়েন্টে বিপদসীমার ০.৮৩ মি. নীচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। বন্যা পরিস্থিতি স্বাভাবিক। **চাহিদা:** জিআর চাল-১০০০.০০০ মে:টন, জিআর ক্যাশ- ৫০,০০,০০০ শুকনা খাবার-১,৫০০ প্যাকে |
| ১৫ | ফরিদপুর | ফরিদপুর সদর, চরভদ্রাসন, সদরপুর | ১১ | ১৭,৪৭০ | ৬৯,৮৮০ | - | জিআর চাল- ২০০.০০০ মে: টন, জিআর ক্যাশ- ৩,০০,০০০/- | পদ্মা নদীর পানি গোয়ালন্দ পয়েন্টে ০.১৩ মিটার নীচ দি প্রবাহিত হচ্ছে। বন্যার পানি ধীরে ধীরে কম শুরু করেছে। |

**টেবিলঃ ২**

**দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এবং ১৫টি বন্যা কবলিত জেলা প্রশাসন সমূহ থেকে প্রাপ্ত আজকের (১১/০৭/২০২০খ্রিঃ তারিখ) বন্যা কবলিত উক্ত ১৫ টি জেলার আশ্রয়কেন্দ্রের বিবরণ নিম্নরূপঃ**

| ক্র. নং | জেলার নাম | আশ্রয়কেন্দ্র খোলার সংখ্যা | আশ্রিত লোকসংখ্যা | | | | আশ্রিত গবাদি পশুর সংখ্যা | | | মেডিকেল টিম | | মহিলা ও শিশুদের নিরাপত্তা | করোনা পরিস্থিতি বিবেচনায় স্বাস্থ্যবিধি সমূহ অনুসরণ | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | পুরুষ | মহিলা | শিশু | প্রতিবন্ধী | গরু/মহিষ | ছাগল/ভেড়া | অন্যান্য | গঠিত | চালু | | | |
| ১ | লালমনিরহাট | ০ | - | - | - | - | - | - | - | ৫৩ | - | - | - | জেলায় কোনো আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হয় নাই |
| ২ | কুড়িগ্রাম | ০ | - | - | - | - | - | - | - | ৮৫ | - | - | - | আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হয় নাই |
| ৩ | গাইবান্ধা | ৯২ | ১৪০০ | ১১৭৫ | ৮১০ | - | ৭৩৫ | ১৯৬০ | - | ৫৫ | ০৯ | আনসার, গ্রামপুলিশ, স্বেচ্ছাসেবক ও এনজিও প্রতিনিধি নিরাপত্তায় নিয়োজিত আছে | সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করা হচ্ছে | |
| ৪ | নীলফামারী | ০৭ | - | - | - | - | - | - | - | ১০ | - | - | - | |
| ৫ | রংপুর | ০ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হয় নাই |
| ৬ | সুনামগঞ্জ | ২৫৬ | ১৮৫০ | ১৮২১ | ১৬০৫ | ০ | ১০০ | ৪২২ | ০ | ৯২ | ৯২ | পুলিশ, রেডক্রিসেন্ট স্বেচ্ছাসেবক নিরাপত্তায় নিয়োজিত | সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করা হচ্ছে | অদ্য ভারি বৃষ্টিপাতের কারণে বন্যা পরিস্থিতির অবনতি |
| ৭ | সিরাজগঞ্জ | ১৭৯ | - | - | - | - | - | - | - | ৩১ | - | - | - | |
| ৮ | বগুড়া | ৭০ | - | - | - | - | - | - | - | ২৫ | - | আশ্রয়কেন্দ্রে মহিলা ও শিশুদের নিরাপত্তার পরিবেশ নিশ্চিত করে প্রস্তুত রাখা হয়েছে | সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে স্বাস্থ্য বিধি অনুসরণ করা হচ্ছে | |
| ৯ | জামালপুর | ০৩ | ৩৩২ | ২৮৭ | ১৮ | ০ | ০ | ০ | ০ | ৪৯ | ৪৯ | নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হচ্ছে | স্বাস্থ্য বিধি অনুসরণ করা হচ্ছে | |
| ১০ | সিলেট | ১৯৯ | - | - | - | - | - | - | - | ১৩ | ১৩ | নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হচ্ছে | সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে স্বাস্থ্য বিধি অনুসরণ করা হচ্ছে | |
| ১১ | টাঙ্গাইল | ০ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হয় নাই |
| ১২ | রাজবাড়ী | ০ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | জেলায় বন্যা পরিস্থিতির উদ্ভব হয়নি |
| ১৩ | মাদারীপুর | ২১ | - | - | - | - | - | - | - | ৪ | ৪ | - | মহিলা ও শিশুদের নিরাপত্তার বিষয়ে কর্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে | পদ্মা ও আড়িয়ারখাঁ নদীর পানি বিপদ সীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় লোকজন এখনও আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় গহণ করেনি |
| ১৪ | মানিকগঞ্জ | ০ | - | - | - | - | - | - | - | ৬৫ | - | - | - | আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হয় নাই |
| ১৫ | ফরিদপুর | ১১ | - | - | - | - | - | - | - | ৬ | ৬ | - | - | |

## ২। বন্যায় মানবিক সহায়তার বিবরণঃ

ক) সাম্প্রতিক অতিবর্ষণ জনিত কারণে সৃষ্ট বন্যায় ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের মানবিক সহায়তা হিসেবে বিতরণের নিমিত্ত নিম্নবর্ণিত জেলাসমূহের পার্শ্বে উল্লিখিত পরিমাণ শুকনা ও অন্যান্য খাবার নিম্নবর্ণিত শর্তে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণের অনুকূলে বরাদ্দ করা হয়েছেঃ

| ক্রঃনং | জেলার নাম | শুকনা খাবার বরাদ্দের পরিমান (প্যাকেট) |
|---|---|---|
| ০১. | রংপুর | ২,০০০ (দুই হাজার) |
| ০২. | কুড়িগ্রাম | ২,০০০ (দুই হাজার) |
| ০৩. | গাইবান্ধা | ২,০০০ (দুই হাজার) |
| ০৪. | নীলফামারী | ২,০০০ (দুই হাজার) |
| ০৫. | লালমনিরহাট | ২,০০০ (দুই হাজার) |
| ০৬. | সিলেট | ২,০০০ (দুই হাজার) |
| ০৭. | সুনামগঞ্জ | ২,০০০ (দুই হাজার) |
| ০৮. | মৌলভীবাজার | ২,০০০ (দুই হাজার) |
| ০৯. | বগুড়া | ২,০০০ (দুই হাজার) |
| ১০. | সিরাজগঞ্জ | ২,০০০ (দুই হাজার) |
| ১১. | জামালপুর | ২,০০০ (দুই হাজার) |
| ১২. | টাংগাইল | ২,০০০ (দুই হাজার) |
| ১৩. | মাদারীপুর | ২,০০০ (দুই হাজার) |
| মোট | | ২৬,০০০ (ছাব্বিশ হাজার) প্যাকেট |

(সূত্র: মন্ত্রণালয়ের ত্রাণ কর্মসূচি-১ শাখার পত্র নং-৫১.০০.০০০০.৪২১.১৪.০৩৭.২০.২৩৯, তারিখঃ ০৯-০৭-২০২০ খ্রিঃ)

(খ) সাম্প্রতিক অতিবর্ষণ জনিত কারণে সৃষ্ট বন্যায় ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের মানবিক সহায়তা হিসেবে বিতরণের নিমিত্ত নিম্নবর্ণিত জেলাসমূহের পার্শ্বে উল্লিখিত পরিমাণ শুকনা ও অন্যান্য খাবার, গো-খাদ্য ও শিশুখাদ্য ক্রয়ের নিমিত্ত অর্থ নিম্নবর্ণিত শর্তে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণের অনুকূলে বরাদ্দের জন্য তাঁর বরাবর নির্দেশক্রমে ছাড় করা হলোঃ

| ক্র.নং | জেলার নাম | গো-খাদ্য ক্রয়ের নিমিত্ত অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ (টাকা) | শিশুখাদ্য ক্রয়ের নিমিত্ত অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ (টাকা) | শুকনা ও অন্যান্য খাবার বরাদ্দের পরিমাণ (বস্তা/ প্যাকেট) |
|---|---|---|---|---|
| ১. | রাজবাড়ী | ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) | ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) | ২,০০০ (দুই হাজার) |
| ২. | মুন্সিগঞ্জ | ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) | ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) | ২,০০০ (দুই হাজার) |
| ৩. | মানিকগঞ্জ | ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) | ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) | ২,০০০ (দুই হাজার) |
| ৪. | চাঁদপুর | ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) | ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) | ২,০০০ (দুই হাজার) |
| | মোট= | ৮,০০,০০০/- (আট লক্ষ) | ৮,০০,০০০/- (আট লক্ষ) | ৮,০০০ (আট হাজার) |

(সূত্র: মন্ত্রণালয়ের ত্রাণ কর্মসূচি-১ শাখার পত্র নং-৫১.০০.০০০০.৪২১.১৪.০৩৭.২০.২৩৮, তারিখঃ ০৯-০৭-২০২০ খ্রিঃ)

(গ) সাম্প্রতিক অতিবর্ষণ জনিত কারণে সৃষ্ট বন্যায় ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের মানবিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ০৬/০৭/২০২০খ্রিঃ তারিখে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে নিম্নবর্ণিত জেলাসমূহের পার্শ্বে উল্লিখিত পরিমাণ ত্রাণ কার্য (চাল) এবং ত্রাণ কার্য (নগদ) বরাদ্দ প্রদানের জন্য ছাড় করা হলোঃ

| ক্রঃনং | জেলার নাম | ত্রাণ কার্য (চাল)বরাদ্দের পরিমাণ (মেঃটন) | ত্রাণ কার্য (নগদ)বরাদ্দের পরিমাণ (টাকা) |
|---|---|---|---|
| ০১. | টাংগাইল | ২০০.০০০ (দুইশত) | ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) |
| ০২. | মাদারীপুর | ২০০.০০০ (দুইশত) | ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) |
| ০৩. | শরীয়তপুর | ২০০.০০০ (দুইশত) | ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) |
| ০৪. | নেত্রকোনা | ২০০.০০০ (দুইশত) | ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) |
| ০৫. | জামালপুর | ২০০.০০০ (দুইশত) | ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) |
| ০৬. | চাঁদপুর | ২০০.০০০ (দুইশত) | ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) |
| ০৭. | নোয়াখালী | ২০০.০০০ (দুইশত) | ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) |
| ০৮. | লক্ষ্মীপুর | ২০০.০০০ (দুইশত) | ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) |
| ০৯. | রাজশাহী | ২০০.০০০ (দুইশত) | ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) |
| ১০. | সিরাজগঞ্জ | ২০০.০০০ (দুইশত) | ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) |
| ১১. | বগুড়া | ২০০.০০০ (দুইশত) | ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) |
| ১২. | রংপুর | ২০০.০০০ (দুইশত) | ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) |
| ১৩. | কুড়িগ্রাম | ২০০.০০০ (দুইশত) | ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) |
| ১৪. | নীলফামারী | ২০০.০০০ (দুইশত) | ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) |
| ১৫. | গাইবান্ধা | ২০০.০০০ (দুইশত) | ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) |
| ১৬. | লালমনিরহাট | ২০০.০০০ (দুইশত) | ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) |
| ১৭. | সিলেট | ২০০.০০০ (দুইশত) | ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) |
| ১৮. | মৌলভীবাজার | ২০০.০০০ (দুইশত) | ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) |
| ১৯. | হবিগঞ্জ | ২০০.০০০ (দুইশত) | ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) |
| ২০. | সুনামগঞ্জ | ২০০.০০০ (দুইশত) | ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) |
| | মোট= | ৪,০০০ (চার হাজার) | ১,০০,০০,০০০/- (এক কোটি) |

(সূত্র: মন্ত্রণালয়ের ত্রাণ কর্মসূচি-১ শাখার পত্র নং-৫১.০০.০০০০.৪২১.১৪.০৩৭.২০.২৩২, তারিখঃ ০৬-০৭-২০২০ খ্রিঃ)

(ঘ) সাম্প্রতিক অতিবর্ষণ জনিত কারণে সৃষ্ট বন্যায় ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের মানবিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ০৬/০৭/২০২০খ্রিঃ তারিখে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে নিম্নবর্ণিত জেলাসমূহের পার্শ্বে উল্লিখিত পরিমাণ শুকনা ও অন্যান্য খাবার, গো-খাদ্য ও শিশুখাদ্য ক্রয়ের নিমিত্ত অর্থ নিম্নবর্ণিত শর্তে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণের অনুকূলে বরাদ্দের জন্য ছাড় করা হলোঃ

| ক্রঃনং | জেলার নাম | শুকনা ও অন্যান্য খাবার বরাদ্দের পরিমাণ (প্যাকেট) | গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ (টাকা) | শিশুখাদ্য ক্রয় বাবদ অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ (টাকা) |
|---|---|---|---|---|
| ০১. | শরীয়তপুর | ২,০০০ (দুই হাজার) | ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) | ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) |
| ০২. | নেত্রকোনা | ২,০০০ (দুই হাজার) | ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) | ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) |
| ০৩. | চাঁদপুর | ২,০০০ (দুই হাজার) | ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) | ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) |
| ০৪. | নোয়াখালী | ২,০০০ (দুই হাজার) | ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) | ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) |
| ০৫. | লক্ষ্মীপুর | ২,০০০ (দুই হাজার) | ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) | ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) |
| ০৬. | রাজশাহী | ২,০০০ (দুই হাজার) | ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) | ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) |
| ০৭. | মৌলভীবাজার | ২,০০০ (দুই হাজার) | ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) | ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) |
| ০৮. | হবিগঞ্জ | ২,০০০ (দুই হাজার) | ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) | ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) |
| | মোট= | ১৬,০০০<br>(ষোল হাজার) | ১৬,০০,০০০/-<br>(ষোল লক্ষ) | ১৬,০০,০০০/-<br>(ষোল লক্ষ) |

(সূত্র: মন্ত্রণালয়ের ত্রাণ কর্মসূচি-১ শাখার পত্র নং-৫১.০০.০০০০.৪২১.১৪.০৩৭.২০.২৩৩, তারিখঃ ০৬-০৭-২০২০ খ্রিঃ)

(ঙ)

সাম্প্রতিক ক্ষতিগ্রস্ত নিম্নবর্ণিত জেলার নামের পার্শ্বে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ মানবিক সহায়তা হিসেবে ০৫/০৭/২০২০খ্রিঃ তারিখে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে গো-খাদ্য এবং শিশুখাদ্য ক্রয়ের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণের অনুকূলে বরাদ্দের জন্য **দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর বরাবর** ছাড় করা হয়েছেঃ

| ক্রঃ নং | জেলার নাম | গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ (টাকা) | শিশুখাদ্য ক্রয় বাবদ অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ (টাকা) |
|---|---|---|---|
| ১। | রংপুর | ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) | ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) |
| ২। | কুড়িগ্রাম | ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) | ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) |
| ৩। | গাইবান্ধা | ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) | ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) |
| ৪। | নীলফামারী | ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) | ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) |
| ৫। | লালমনিরহাট | ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) | ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) |
| ৬। | সিলেট | ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) | ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) |
| ৭। | সুনামগঞ্জ | ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) | ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) |
| ৮। | বগুড়া | ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) | ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) |
| ৯। | সিরাজগঞ্জ | ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) | ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১০। | জামালপুর | ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) | ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) |
| ১১। | টাংগাইল | ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) | ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) |
| ১২। | মাদারীপুর | ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) | ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) |
| মোট | | ২৪,০০,০০০/- (চব্বিশ লক্ষ) | ২৪,০০,০০০/- (চব্বিশ লক্ষ) |

(সূত্র ১: মন্ত্রণালয়ের ত্রাণ কর্মসূচি-১ শাখার পত্র নং-৫১.০০.০০০০.৪২১.১৪.০৩৭.২০.২৩০, তারিখঃ ০৫-০৭-২০২০ খ্রিঃ
সূত্র ২: মন্ত্রণালয়ের ত্রাণ কর্মসূচি-১ শাখার পত্র নং-৫১.০০.০০০০.৪২১.১৪.০৩৭.২০.২৩১, তারিখঃ ০৫-০৭-২০২০ খ্রিঃ)

**(চ)** বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ (যেমন-বন্যা, নদীভাংগন, পাহাড়ী ঢল, অতিবৃষ্টি, ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্প, অগ্নিকান্ড ইত্যাদি কারণে) ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে মানবিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ০৪/০৭/২০২০খ্রিঃ তারিখে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে ত্রাণ কার্য (চাল) ১০,৯০০ (দশ হাজার নয়শত) মেঃটন চাল এবং ত্রাণ কার্য (নগদ) ১,৭৩,০০,০০০/- (এক কোটি তিয়াত্তর লক্ষ) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

| ক্রঃনং | জেলার নাম | ক্যাটাগরি | ত্রাণ কার্য (চাল)বরাদ্দের পরিমাণ (মেঃটন) | ত্রাণ কার্য (নগদ)বরাদ্দের পরিমাণ (টাকা) |
|---|---|---|---|---|
| ০১. | **ঢাকা** | বিশেষ শ্রেণি | ২০০.০০০ | ৩০০০০০ |
| ০২. | নারায়নগঞ্জ | Bশ্রেণি | ১৫০.০০০ | ২৫০০০০ |
| ০৩. | গাজীপুর | বিশেষ শ্রেণি | ২০০.০০০ | ৩০০০০০ |
| ০৪. | মুন্সিগঞ্জ | Bশ্রেণি | ১৫০.০০০ | ২৫০০০০ |
| ০৫. | মানিকগঞ্জ | Bশ্রেণি | ১৫০.০০০ | ২৫০০০০ |
| ০৬. | টাংগাইল | Aশ্রেণি | ২০০.০০০ | ৩০০০০০ |
| ০৭. | নরসিংদী | Bশ্রেণি | ১৫০.০০০ | ২৫০০০০ |
| ০৮. | ফরিদপুর | Aশ্রেণি | ২০০.০০০ | ৩০০০০০ |
| ০৯. | মাদারীপুর | Cশ্রেণি | ১০০.০০০ | ২০০০০০ |
| ১০. | গোপালগঞ্জ | Bশ্রেণি | ১৫০.০০০ | ২৫০০০০ |
| ১১. | শরীয়তপুর | Bশ্রেণি | ১৫০.০০০ | ২৫০০০০ |
| ১২. | রাজবাড়ী | Bশ্রেণি | ১৫০.০০০ | ২৫০০০০ |
| ১৩. | কিশোরগঞ্জ | Aশ্রেণি | ২০০.০০০ | ৩০০০০০ |
| ১৪. | **ময়মনসিংহ** | বিশেষ শ্রেণি | ২০০.০০০ | ৩০০০০০ |
| ১৫. | নেত্রকোনা | Aশ্রেণি | ২০০.০০০ | ৩০০০০০ |
| ১৬. | জামালপুর | Bশ্রেণি | ১৫০.০০০ | ২৫০০০০ |
| ১৭. | শেরপুর | Bশ্রেণি | ১৫০.০০০ | ২৫০০০০ |
| ১৮. | **চট্টগ্রাম** | বিশেষ শ্রেণি | ২০০.০০০ | ৩০০০০০ |
| ১৯. | কক্সবাজার | Aশ্রেণি | ২০০.০০০ | ৩০০০০০ |
| ২০. | রাংগামাটি | Aশ্রেণি | ২০০.০০০ | ৩০০০০০ |
| ২১. | খাগড়াছড়ি | Aশ্রেণি | ২০০.০০০ | ৩০০০০০ |
| ২২. | কুমিল্লা | Aশ্রেণি | ২০০.০০০ | ৩০০০০০ |
| ২৩. | ব্রাহ্মণবাড়িয়া | Aশ্রেণি | ২০০.০০০ | ৩০০০০০ |
| ২৪. | চাঁদপুর | Aশ্রেণি | ২০০.০০০ | ৩০০০০০ |
| ২৫. | নোয়াখালী | Aশ্রেণি | ২০০.০০০ | ৩০০০০০ |
| ২৬. | ফেনী | Bশ্রেণি | ১৫০.০০০ | ২৫০০০০ |
| ২৭. | লক্ষ্মীপুর | Bশ্রেণি | ১৫০.০০০ | ২৫০০০০ |
| ২৮. | বান্দরবান | Bশ্রেণি | ১৫০.০০০ | ২৫০০০০ |
| ২৯. | **রাজশাহী** | বিশেষ শ্রেণি | ২০০.০০০ | ৩০০০০০ |
| ৩০. | চাঁপাইনবাবগঞ্জ | Bশ্রেণি | ১৫০.০০০ | ২৫০০০০ |
| ৩১. | নওগাঁ | Aশ্রেণি | ২০০.০০০ | ৩০০০০০ |
| ৩২. | নাটোর | Bশ্রেণি | ১৫০.০০০ | ২৫০০০০ |
| ৩৩. | পাবনা | Aশ্রেণি | ২০০.০০০ | ৩০০০০০ |
| ৩৪. | সিরাজগঞ্জ | Aশ্রেণি | ২০০.০০০ | ৩০০০০০ |
| ৩৫. | বগুড়া | Aশ্রেণি | ২০০.০০০ | ৩০০০০০ |
| ৩৬. | জয়পুরহাট | Bশ্রেণি | ১৫০.০০০ | ২৫০০০০ |
| ৩৭. | **রংপুর** | Aশ্রেণি | ২০০.০০০ | ৩০০০০০ |
| ৩৮. | কুড়িগ্রাম | Aশ্রেণি | ২০০.০০ | ৩০০০০০ |
| ৩৯. | নীলফামারী | Bশ্রেণি | ১৫০.০০০ | ২৫০০০০ |
| ৪০. | গাইবান্ধা | Bশ্রেণি | ১৫০.০০০ | ২৫০০০০ |
| ৪১. | লালমনিরহাট | Bশ্রেণি | ১৫০.০০০ | ২৫০০০০ |
| ৪২. | দিনাজপুর | Aশ্রেণি | ২০০.০০০ | ৩০০০০০ |
| ৪৩. | ঠাকুরগাঁও | Bশ্রেণি | ১৫০.০০০ | ২৫০০০০ |
| ৪৪. | পঞ্চগড় | Bশ্রেণি | ১৫০.০০০ | ২৫০০০০ |
| ৪৫. | **খুলনা** | বিশেষ শ্রেণি | ২০০.০০০ | ৩০০০০০ |
| ৪৬. | বাগেরহাট | Aশ্রেণি | ২০০.০০০ | ৩০০০০০ |
| ৪৭. | সাতক্ষীরা | Bশ্রেণি | ১৫০.০০০ | ২৫০০০০ |
| ৪৮. | যশোর | Aশ্রেণি | ২০০.০০০ | ৩০০০০০ |
| ৪৯. | ঝিনাইদহ | Bশ্রেণি | ১৫০.০০০ | ২৫০০০০ |
| ৫০. | মাগুরা | Cশ্রেণি | ১০০.০০০ | ২০০০০০ |
| ৫১. | নড়াইল | Cশ্রেণি | ১০০.০০০ | ২০০০০০ |
| ৫২. | কুষ্টিয়া | Aশ্রেণি | ২০০.০০ | ৩০০০০০ |
| ৫৩. | মেহেরপুর | Cশ্রেণি | ১০০.০০০ | ২০০০০০ |
| ৫৪. | চুয়াডাংগা | Cশ্রেণি | ১০০.০০০ | ২০০০০০ |
| ৫৫. | **বরিশাল** | Aশ্রেণি | ২০০.০০০ | ৩০০০০০ |
| ৫৬. | পটুয়াখালী | Aশ্রেণি | ২০০.০০০ | ৩০০০০০ |
| ৫৭. | ভোলা | Bশ্রেণি | ১৫০.০০০ | ২৫০০০০ |
| ৫৮. | পিরোজপুর | Bশ্রেণি | ১৫০.০০০ | ২৫০০০০ |
| ৫৯. | বরগুনা | Bশ্রেণি | ১৫০.০০০ | ২৫০০০০ |
| ৬০. | ঝালকাঠি | Cশ্রেণি | ১০০.০০০ | ২০০০০০ |
| ৬১. | **সিলেট** | Aশ্রেণি | ২০০.০০০ | ৩০০০০০ |
| ৬২. | মৌলভীবাজার | Bশ্রেণি | ১৫০.০০০ | ২৫০০০০ |
| ৬৩. | হবিগঞ্জ | Aশ্রেণি | ২০০.০০০ | ৩০০০০০ |
| ৬৪. | সুনামগঞ্জ | Aশ্রেণি | ২০০.০০০ | ৩০০০০০ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | মোট= | ১০,৯০০.০০০<br>(দশ হাজার নয়শত) | ১,৭৩,০০,০০০/-<br>(এক কোটি তিয়াত্তর লক্ষ) |

(সূত্রঃ মন্ত্রণালয়ে ত্রাণ কর্মসূচি-১ শাখার পত্র নং-৫১.০০.০০০০.৪২১.১৪.০৩৭.২০.২২৭, তারিখঃ ০৪-০৭-২০২০ খ্রিঃ)

(ছ) বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ (যেমন-বন্যা, নদীভাংগন, পাহাড়ী ঢল, অতিবৃষ্টি, ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্প, অগ্নিকান্ড ইত্যাদি কারণে) ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে মানবিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ০৪/০৭/২০২০খ্রিঃ তারিখে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে নিম্নবর্ণিত জেলাসমূহের পার্শ্বে উল্লিখিত পরিমাণ শুকনা ও অন্যান্য খাবার বরাদ্দ প্রদানের জন্য ছাড় করা হলোঃ

| ক্রঃ নং | জেলার নাম | শুকনা ও অন্যান্য খাবার বরাদ্দের পরিমাণ (বস্তা/ প্যাকেট) |
|---|---|---|
| ১। | রংপুর | ২,০০০/- (দুই **হাজার**) |
| ২। | কুড়িগ্রাম | ২,০০০/- (দুই **হাজার**) |
| ৩। | গাইবান্ধা | ২,০০০/- (দুই **হাজার**) |
| ৪। | নীলফামারী | ২,০০০/- (দুই **হাজার**) |
| ৫। | লালমনিরহাট | ২,০০০/- (দুই **হাজার**) |
| ৬। | সিলেট | ২,০০০/- (দুই **হাজার**) |
| ৭। | সুনামগঞ্জ | ২,০০০/- (দুই **হাজার**) |
| ৮। | বগুড়া | ২,০০০/- (দুই **হাজার**) |
| ৯। | সিরাজগঞ্জ | ২,০০০/- (দুই **হাজার**) |
| ১০। | জামালপুর | ২,০০০/- (দুই **হাজার**) |
| ১১। | টাংগাইল | ২,০০০/- (দুই **হাজার**) |
| ১২। | মাদারীপুর | ২,০০০/- (দুই **হাজার**) |
| মোট= | | ২৪,০০০/- (চব্বিশ **হাজার**) |

(সূত্রঃ মন্ত্রণালয়ে ত্রাণ কর্মসূচি-১ শাখার পত্র নং-৫১.০০.০০০০.৪২১.১৪.০৩৭.২০.২২৮, তারিখঃ ০৪-০৭-২০২০ খ্রিঃ)

**অগ্নিকান্ডঃ**

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের নিয়ন্ত্রণ কক্ষের তথ্য (মোবাইল এসএমএস) থেকে জানা যায়, ০৯/০৭/২০২০খ্রিঃ তারিখ রাত ১২.০০টা থেকে ১০/০৭/২০২০খ্রিঃ তারিখ রাত ১২.০০টা পর্যন্ত সারাদেশে মোট ৯ টি অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটেছে। বিভাগভিত্তিক অগ্নিকান্ডে নিহত ও আহতের সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হলঃ

| ক্রঃ নং | বিভাগের নাম | অগ্নিকান্ডের সংখ্যা | আহতের সংখ্যা | নিহতের সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|
| ১। | ঢাকা | ৪ | ০ | ০ |
| ২। | ময়মনসিংহ | ০ | ০ | ০ |
| ৩। | বরিশাল | ০ | ০ | ০ |
| ৪। | সিলেট | ০ | ০ | ০ |
| ৫। | রাজশাহী | ০ | ০ | ০ |
| ৬। | রংপুর | ০ | ০ | ০ |
| ৭। | চট্টগ্রাম | ১ | ০ | ০ |
| ৮। | খুলনা | ৪ | ০ | ০ |
| | **মোট** | **৯** | **০** | **০** |

**করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত তথ্যঃ**

**১। বিশ্ব পরিস্থিতিঃ**

গত ১১/০৩/২০২০ খ্রিঃ তারিখ জেনেভাতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সদর দপ্তর হতে বিদ্যমান কোভিড-১৯ পরিস্থিতিকে বিশ্ব মহামারী ঘোষনা করা হয়েছে। সারা বিশ্বে কোভিড-১৯ রোগটি বিস্তার লাভ করেছে। এ রোগে বহুলোক ইতোমধ্যে মৃত্যুবরণ করেছে। কয়েক লক্ষ মানুষ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। আগামী দিনগুলোতে এর সংখ্যা আরো বাড়ার আশংকা রয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ১০/০৭/২০২০ খ্রিঃ তারিখ এর করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত Situation Report অনুযায়ী সারা বিশ্বের কোভিড-১৯ সংক্রান্ত তথ্য নিম্নরূপঃ

| ক্রঃ নং | বিবরণ | বিশ্ব | দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া |
|---|---|---|---|
| ০১ | মোট আক্রান্ত | ১,২১,০২,৩২৮ | ১০,৬৫,০৯৩ |
| ০২ | ২৪ ঘন্টায় নতুন আক্রান্তের সংখ্যা | ২,২৮,১০২ | ৩২,৯২৬ |
| ০৩ | মোট মৃত ব্যক্তির সংখ্যা | ৫,৫১,০৪৬ | ২৭,৩৮২ |
| ০৪ | ২৪ ঘন্টায় নতুন মৃত্যুর সংখ্যা | ৫,৫৬৫ | ৫৭৪ |

**২। বাংলাদেশ পরিস্থিতিঃ**

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ্ ইমার্জেন্সী অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম, রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনষ্টিটিউট এবং প্রধানমন্ত্রীর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সমন্বয় ও ত্রাণ তৎপরতা মনিটরিং সেল হতে প্রাপ্ত তথ্যাদি নিম্নে প্রদান করা হলোঃ

**(ক)** গত ১৬ই এপ্রিল, ২০২০ খ্রিঃ তারিখে সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল) আইন, ২০১৮ (২০১৮ সালের ৬১ নং আইন) এর ১১ (১) ধারার ক্ষমতাবলে সমগ্র বাংলাদেশকে সংক্রমণের ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা ঘোষণা করা হয়েছে।

**(খ)** বাংলাদেশে কোভিড-১৯ পরীক্ষা, সনাক্তকৃত রোগী, রিকোভারী এবং মৃত্যু সংক্রান্ত তথ্য (১১/০৭/২০২০খ্রিঃ):

| | গত ২৪ ঘন্টা | অদ্যাবধি |
|---|---|---|
| কোভিড-১৯ পরীক্ষা হয়েছে এমন ব্যক্তির সংখ্যা | ১১,১৯৩ | ৯,৩২,৪৬৫ |
| পজিটিভ রোগীর সংখ্যা | ২,৬৮৬ | ১,৮১,১২৯ |
| রিকোভারীপ্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা | ১,৬২৮ | ৮৮,০৩৪ |
| কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর মৃত্যুর সংখ্যা | ৩০ | ২,৩০৫ |

*** করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত বিশেষ প্রতিবেদন সকাল ১১ টায় এবং বিকাল ৫ টায় প্রদান করা হয়।**

১১-৭-২০২০
কামরুন নাহার
ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
ফোন: ৮৮০-৫৮৮১১৬৫১
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯৮৯১৯২৬
ইমেইল: controlroom.ddm@gmail.com

ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-১
এনডিআরসিসি অনুবিভাগ
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

স্মারক নম্বর: ৫১.০১.০০০০.০২৭.১৫.০০১.১৮.২০০/১(১৬৬)

তারিখ: ২৭ আষাঢ় ১৪২৭
১১ জুলাই ২০২০

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

১) মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
২) মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
৩) সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
৪) সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
৫) সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
৬) মহাপরিচালক , দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
৭) বিভাগীয় কমিশনার (সকল)
৮) পরিচালক (সকল) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
৯) জেলা প্রশাসক (সকল)
১০) প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের দপ্তর, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
১১) উপ-পরিচালক (সকল), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
১২) জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা (সকল)

১১-৭-২০২০
কামরুন নাহার
ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা